দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ০৪ SEP 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

লিখিত বক্তব্য পড়তে গিয়ে বিব্রত গণশিক্ষামন্ত্রী

'কে লিখেছে এটা? ছি ছি ছি!'

এমএইচ রবিন ●

শুরু হওয়ার কথা বেলা ১২টায়। সঙ্গত কারণেই সে সময় থেকে চলছে সাংবাদিকদের অপেক্ষা। পৌনে দুই ঘণ্টা পর দুপুর ১টা ৪৭ মিনিটে মন্ত্রী এলেন। তার জন্য নির্ধারিত আসনে বসলেন। সময়ক্ষেপণ না করে পাঠ করতে শুরু করলেন তার লিখিত বক্তব্য– 'আসসালামুআলাইকুম, ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।' আর এগোতে পারলেন না। উপস্থিত সাংবাদিকদের কয়েকজন বলে উঠলেন, 'ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে'। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন মন্ত্রী। লিখিত বক্তব্যের কাগজটিতে ফের চোখ বোলালেন। এরপর অবনত মস্তকে অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে বললেন, 'কে লিখেছে এটা? ছি ছি ছি!'

আজ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

'কে লিখেছে এটা? ছি ছি ছি!'

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) বৃহস্পতিবার উদযাপিত হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই এমন কাণ্ড ঘটে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিব্রত প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান এরপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মিনিট দুয়েক চুপচাপ বসে থাকেন। ওদিকে তার লিখিত বক্তব্যের একটি করে কপি ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে উপস্থিত সাংবাদিকদের হাতে।

মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। মন্ত্রীর একান্ত সচিব শেখ আতাহার হোসেনকে দেখা যায় একটি ফাইল হাতে নিয়ে মন্ত্রীর ঘাড়ের ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে। উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছ থেকে এ সময় নানা রকম মন্তব্য ছুটে আসে।

মিনিট দুয়েক পর মন্ত্রী বলেন, 'প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, স্যরি'। এরপর তিনি পুনরায় লিখিত বক্তব্যটি পাঠ করতে শুরু করেন প্রথম লাইনটির পর থেকে।

সংবাদ সম্মেলন শেষে মন্ত্রী-সচিবের সামনেই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান কয়েক কর্মকর্তাকে শাসিয়ে বলেন, কেন এই বক্তব্যের কপি আগে মন্ত্রীকে দেখাননি? সংবাদ সম্মেলনের শেষদিকে কপিটি ফেরত নিয়ে যান মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা।

এ তো গেল উদ্ভূত পরিস্থিতি। এ ছাড়াও সংবাদ সম্মেলন এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সমালোচিত হয়েছে বেশ কিছু কারণে। মন্ত্রীর বক্তব্যে সাক্ষরতা-নিরক্ষরতার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়নি। সম্মেলনপরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন রাখেন, দেশে সাক্ষরতার হারের কোনো পরিসংখ্যান না দেওয়ার কারণ সম্পর্কে। গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, একেক পরিসংখ্যানে একেক হার উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সাক্ষরতা নিয়ে ২০১১ সালে সবশেষ জরিপ হয়েছে, তাই সাক্ষরতার হারের কথা বলিনি।

মন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে এসে অনেক এলাকাই শতভাগ সাক্ষরতার আওতায় এসেছে। সেই হিসাবটা কিন্তু তেমনভাবে আসছে না। এখন যারা জন্ম নিচ্ছে তারা তো নিরক্ষর থাকছে না। তবে লেটেস্ট কোনো সার্ভে নেই। আমরা এখন সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশই বলছি। ঝরে পড়ার হার কাগজে-কলমে ২০ শতাংশ হলেও বাস্তবে আরও কম হবে।

গত ২৭ আগস্ট সরকার উপানুষ্ঠানিক বোর্ড গঠন করেছে। কিন্তু লিখিত বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, 'আচ্ছা, যাই হোক।'

নির্ধারিত সময়ের পৌনে দুই ঘণ্টা পর মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন শুরু করেন। তবে তারও আট মিনিট পর এতে যোগ দেন সপ্তাহখানেক আগে এই মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে যোগ দেওয়া মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান।

ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুযায়ী ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দিবসটি পালন করে আসছে। এবার এ দিবসের প্রতিপাদ্য– 'অতীতকে জানব, আগামীকে গড়ব।'

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ সকাল সাড়ে ৭টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন পর্যন্ত শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত আজকের সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মতি জানিয়েছেন বলে গতকালের সংবাদ সম্মেলনে জানান মন্ত্রী।